দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 SEP 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

ছাপা-বাঁধাই বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ছাপাখানা মালিকদের

যথাসময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ছাপাখানা মালিকদের বিনামূল্যের বই ছাপা ও বই বাঁধাইয়ের কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় যথাসময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ছাপাখানা মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি গতকাল সোমবার রাজধানীতে একটি সভা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়। সংগঠনটির অভিযোগ, টেন্ডার শিডিউলের শর্ত মানার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করছে। এ কারণে বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান না হবে ততদিন কাজ বন্ধ রাখা হবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৫ কোটি ১৩ লাখ ২৬ হাজার ২০৭টি বই বিতরণের কথা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৫ কোটি বই ছাপা শেষে মাঠ পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক বই সবেমাত্র ছাপা শুরু হয়েছে। সুখপাঠ্যবইয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি। এ মুহূর্তে বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ বন্ধ রাখলে বই নিয়ে বড় ধরনের সংকট তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান বলেন, শর্ত না মানা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এনসিটিবি কাজ দিয়েছে। এ ছাড়া যাদের কাজের যোগ্যতা নেই, তাদেরও বই ছাপার কাজ দেওয়া হয়েছে। পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ছাপা-বাঁধাই বন্ধ রাখার

২০ পৃষ্ঠার পর

শর্ত অনুযায়ী যেসব প্রতিষ্ঠানের কাজের সক্ষমতা রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান কাজ পাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু প্রতিষ্ঠান বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ পেয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। শর্ত ভঙ্গ করার পরও ফের এ সব প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হচ্ছে। নিজ প্রতিষ্ঠানে বই ছাপছে না এমন তালিকা এনসিটিবিকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এনসিটিবি এ সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, প্রাথমিকের বই কার্যাদেশ আগে পেলেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গাফলতির কারণে বই ছাপার কাজ শুরু করা যায়নি। বই ছাপার পূর্বে কাগজের মান দেখার নিয়ম রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) নিয়োগ করা একটি মান যাচাই প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মান যাচাইয়ের ওই প্রতিষ্ঠান নিয়োগে বিলম্ব করে। এভাবে ডিপিই এক মাস সময় নষ্ট করেছে। এর দায় কেন ছাপাখানা মালিকরা নেবে? এনসিটিবি এ সব বিষয় সুস্পষ্ট সমাধান না দেওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে বলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়। মুদ্রণ শিল্প সমিতির এক নেতা বলেন, এনসিটিবির কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার আত্মীয় ও পরিচিত প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপার কাজ দেওয়ার তৎপরতা চলছে।